দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 03 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

22

নাটোরে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর হালচাল

নাটোর সংবাদদাতা ॥ জেলায় সরকার গৃহীত শিক্ষার জন্য খাদ্য-কর্মসূচী আশানুরূপভাবে সফল হইতেছেনা। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ জানায়, সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে এবং অনেক দরিদ্র পরিবারই তাহাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি না করিয়া উপার্জনের জন্য পাঠায়। এই সকল দরিদ্র পরিবারের জন্য মাসিক একটি আয়ের সংস্থানপূর্বক তাহাদের সন্তানদের উপার্জনের পরিবর্তে স্কুলে পাঠাইবার লক্ষ্যেই মূলতঃ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। দরিদ্র পরিবার যাহাতে তাহাদের সন্তানদের জীবিকা অর্জনের তাগিদে শিশু শ্রমে নিয়োজিত না করিয়া শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণে আগ্রহী হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। কর্মসূচীর লক্ষ্য হইতেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

নাটোর শিক্ষার জন্য

(৩য় পৃঃ পর)

উপযোগী শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি করা, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা ও ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঁচ বছর মেয়াদী শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া ঝরিয়া পড়া রোধ করা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জরিপ রিপোর্টে বলা হয়, নাটোরের ছয়টি থানায় ছয় বছর পর্যন্ত বয়সের মোট শিশুর সংখ্যা ৫১ হাজার ৯৫২টি। ইহার মধ্যে স্কুলে ভর্তি হইয়াছে ৪৭ হাজার সাত শত শিশু। অবশিষ্ট চার হাজার ২৫২টি শিশু স্কুলে ভর্তি হয় নাই। ইহাছাড়া ছয় হইতে দশ বছর পর্যন্ত বয়সের স্কুলে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা দুই লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৪৯টি। ইহার মধ্যে দুই লক্ষ ১২ হাজার ৩৪৬টি শিশু স্কুলে ভর্তি হইয়াছে। ২৩ হাজার ২০৩টি শিশু স্কুলে ভর্তি হয় নাই। স্কুলে ভর্তি না হওয়া অধিকাংশ-শিশু অপরের বাড়ীতে পরিচারিকা, হকার, হোটেল-রেষ্টুরেন্ট, লেদ মেশিন, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, পরিবহন-সহ বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছে।

নাটোর জেলায় ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হয়। ঐ বছর জেলার মোট ৪০৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক লক্ষ ৮১ হাজার ৩০৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছিল। বার বছর পর চলতি বছর ভর্তি হইয়াছে দুই লক্ষ ১২ হাজার ৩৪৬ জন। অতিরিক্ত ভর্তি হইয়াছে ৩১ হাজার ৪০ জন। জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ জানায়, নাটোরের ছয়টি থানায় প্রতি বছর গড়ে ২৫ হাজার নূতন শিশুর জন্ম হইতেছে। ১৯৯৬ সালে জন্মলাভ করিয়াছে ২৫ হাজার ২০৩টি শিশু। এই হিসাবে গত তিন বছরে ৭৫ হাজার নূতন শিশুর জন্ম হইয়াছে। সেই তুলনায় ভর্তির হার খুবই কম।

এ পর্যন্ত নাটোর জেলায় ১৬টি ইউনিয়নের ২৩০টি স্কুলকে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হইয়াছে। মোট ৩০ হাজার ১৯জন ছাত্র-ছাত্রী এই সুবিধা পাইতেছে। কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন, দুঃস্থ, বিধবা, দিনমজুর, ভূমিহীন, গরীব জেলে, তাঁতী, কামার, কুমার, মুচী প্রভৃতি পরিবারের এক সন্তান স্কুলে ভর্তি হইলে মাসে ১৫ কেজি হারে গম পাইবে। দুই সন্তানের জন্য পাইবে ২০ কেজি। কিন্তু সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীকে মোট কর্মদিবসের শতকরা ৮৫ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকিতে হইবে। অন্যথায় ঐ মাসে সে কোন খাদ্য সাহায্য পাইবে না। অভিযোগ আছে অনেক শিক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবে ছাত্রদের উপস্থিতির হার পরিবর্তন করেন। খাদ্য গুদামের দুর্নীতি, পরিবহন খরচ ও আর্থিক সুবিধা গ্রহণের সহজলভ্যতার কারণে অনেক শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তাগণ বেশ কিছু অনিয়ম করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষকদের সহিত অভিভাবকদের সম্পর্কও খারাপ হইয়াছে। এখনও সমস্ত স্কুলে এই কর্মসূচী চালু হয় নাই। ফলে অনেক পিতা তাহার সন্তানকে নিকটবর্তী স্কুলের পরিবর্তে সুবিটা-প্রাপ্ত দূরের স্কুলে ভর্তি করাইয়াছে।

এতদসত্বেও শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হওয়ায় নাটোরের দরিদ্র অভিভাবকদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকেই তাহার সন্তানকে আগামী বছর কাজে পাঠাইবার পরিবর্তে স্কুলে ভর্তি করিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছে।